

রাতটা কিন্তু অনন্যার ঘুম হল না। ঘুমিয়েছিল বটে, কিন্তু একটা স্বপ্ন তার ঘুম ভেঙে দিল। এই স্বপ্ন দেখলেই তার ঘুম ভাঙবেই।

মাঝরাতে প্রতীক পাশে শান্ত, স্নিগ্ধ মানুষটার মতো ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ আগে। সংসার গোছানো, পরিপাটি। তবু সব স্বপ্নেই অনন্যা চায়—একবার কথা বলতে, একবার দেখা করতে। কিন্তু প্রতিবারই কিছু না কিছু হয়ে যায়, দেখা করা বা কথা বলা আর হয় না।

আজ আবার সেই একই স্বপ্ন, একই অসম্পূর্ণতা। অনন্যা উঠে পড়ল, কি করবে ভেবে পেল না। প্রতীককে কি বলবে তার স্বপ্নের কথা?

তাহলে প্রতীককে না জানিয়ে অনেক খুঁজে বের করল একটা পুরোনো ডায়েরি। বিয়ের আগে যখন সময় পেত, তখন ডায়েরিতে অনেক কিছু লিখত অনন্যা। কিন্তু এখন সংসারের চাপে আর সেসব হয় না। পাতার পর পাতা উল্টে শুরু করল স্মৃতির ছেঁড়া টুকরো পড়া।

সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ল—প্রথম দেখা বিক্রমের সঙ্গে। আর তারপরই সেই আঘাতের দিন, যেদিন বাড়ি থেকে বিক্রমকে মেনে নেওয়া হয়নি, অপমান করা হয়েছিল। হঠাৎই তাদের সমস্ত যোগসূত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। না বিদায়, না দেখা, শুধু অনুপস্থিতি।

অনন্যাকে তার বাবা বাড়ি থেকে অনেক দূরে পাঠিয়ে দিলেন পড়াশোনার জন্য। সময়ের সঙ্গে, অনেক দূরে গিয়ে, ধীরে ধীরে বিক্রমকে ভুলতে শিখেছিল সে।

কিন্তু কলেজ শেষ করে পাঁচ বছর পরে যখন ফিরল, তখন আবার দেখা হলো বিক্রমের সঙ্গে। বিক্রম এখন ঘোর সংসারী। অনন্যারও বিয়ে হয়ে গেছে প্রতীকের সঙ্গে।

মনের গহীনে চেপে রাখা কষ্টটা আবার জেগে উঠল—কারণ বিক্রমের প্রতি ভালোবাসা সত্যিই ছিল, আর হঠাৎই তা ফিরে এলো। কিন্তু দুজনের পথ তখন আলাদা। তবু থেকে গেল একটি অসমাপ্ত অধ্যায়।

হঠাৎ অনন্যার মনে হলো—বিক্রম কি আজও তাকে একইভাবে মনে রেখেছে? অনন্যার জানার কোনো উপায় নেই।

সে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ভাবল,  
“তুমি আমার প্রথম প্রেম, বিক্রম। প্রিয়তম থেকেও হারানো।”

কিন্তু আবারও মনে করল—“আমি আমার বর্তমানকে ঠকাতে পারব না, চাইও না। তাই তোমার সঙ্গে যে অসমাপ্ত অধ্যায়, সেটি আমি নিজেই সমাপ্ত করতে চাই।”

কিন্তু কিভাবে? তার কোনো উত্তর অনন্যার কাছে নেই।

হয়তো এভাবেই সারা জীবন তাকে বিক্রমের স্মৃতি বুকে নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। হয়তো এক টুকরো প্রেম আজও অনন্যার মনে একই শব্দে বাজি রয়েছে।

---